গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
আইপিএইচ স্কুল রোড,
মহাখালি, ঢাকা-১২১২
www.dgnm.gov.bd

নং:৪৫.০৩.০০০০. ০০৫.০৬.০০১.২০২০ ,৭৮৮ তারিখঃ ০১/০৯/২০২০ খ্রি:

মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী

সভাপতিঃ সিদ্দিকা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারি), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
স্থানঃ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কনফারেন্স কক্ষ।
তারিখ ও সময়ঃ ২০.০৮.২০২০ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায়।

শুরুতেই সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে সুভেচ্ছা জনিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। করোনা সংক্রামনের এই ক্রান্তি লগ্নে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় করোনা প্যানডেমিক ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে। প্রতিটি কার্যক্রমের অগ্রগতি হালনাগাদ রাখার জন্য তিনি নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা করা ও পরিকল্পনা মাফিক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর জোর তাগিদ দেন। সভার কার্যপত্র অনুযায়ী সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পরিচালক(প্রশাসন,শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) মহোদয় প্রতিটা আলোচ্য বিষয় আলোচনা করেন এবং কার্যকরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । আগামী সমন্বয় সভায় সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশ দেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্নিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীতঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১	নার্সিং সেক্টরে ১৫ হাজার পদ সৃজনঃ	১০ হাজার নার্স ও ৫ হাজার মিডওয়াইফ এর পদ সৃজন করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ৬ হাজার নার্সের পদ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৪ হাজার নার্স ও ৫ হাজার মিডওয়াইফ পদ সৃজন করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	যথাযথভাবে নিয়োগ কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। ৪ হাজার নার্স পদায়নের প্রস্তাব পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক(প্রশাসন ,শিক্ষা, প্রশিক্ষণ)।
২	নার্সিং সেক্টরে আগামী ১০ বছরের নার্সের সংখ্যাঃ	গত ২৩/০৩/২০২০ তারিখ অরগানোগ্রাম অনুযায়ী নার্সিং সেক্টরে আগামী ১০ বছরের নার্সের সংখ্যা ৭৭,৯৯১ জন বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	এসডিজি গোল সামনে রেখে ৭৭,৯৯১ জন নার্সকে ইমেজ ভিউয়ার হিসেবে দেখাতে হবে এবং তা অগ্রগতির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	পরিচালক(প্রশাসন ,শিক্ষা, প্রশিক্ষণ)।
৩	নার্সিং পেশার ইমেজ বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রমঃ	কমিটি গঠন পূর্বক নার্সিং পেশার ইমেজ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম— নীতিমালা, পদোন্নতি,জনবল বৃদ্ধি খ) প্রশিক্ষণ—দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন বিষয় উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান গ) প্রচার প্রচারণা- বিভিন্ন	-শূন্য পদে সুপারভাইজার পদায়ন করতে হবে। - অপারেশন প্লান অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। - বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রাম বিনা পয়সায় প্রচার-প্রচারণা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক(প্রশাসন ,শিক্ষা, প্রশিক্ষণ)।

		জাতীয় দিবসে পত্রিকায় ক্রোড় পত্র প্রকাশ, মুজিব বর্ষের বিশেষ সুভিনির প্রকাশ , ষাণ্মাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ ও ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রচার।		
৪	**মুজিব বর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন।**	মুজিব বর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে – কমিটি গঠন, মুজিব কোট পিন পরিধান, ক্ষণ গণনা, আলোকসজ্জা , ১৭ মার্চ জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠান , মুজিব বর্ষের বিশেষ সুভিনির (চিরঞ্জীব) প্রকাশ, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির জনক শেখ মুজিবুরের জীবন আদর্শের উপর দুটি লেসন পড়ানো)	২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ মার্চ অত্যন্ত জাকজমক ভাবে লাইটিং- মুজিব এর মূড়াল সাথে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মূড়াল থাকবে এবং বানী ও শপথ বাক্য থাকবে, মুজিব নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্ণার হবে। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে।	পরিচালক(শিক্ষা) ও উপ-পরিচালক(প্রশাসন)
৫	**নবম গ্রেডে পদোন্নতি প্রসংগে।**	বর্তমানে অনুমোদিত " নার্সিং ও মিডওয়াইফারি নিয়োগবিধি ২০১৬'' অনুযায়ী ১০ম গ্রেড হতে পদোন্নতির মাধ্যমে ২০১৯- ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪১১ জনকে ৯ম গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১১০ টি পদ শূণ্য রয়েছে (প্রভাষক ৩৪ জন , সহকারী পরিচালক ৪ জন , ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ নার্স ২২ জন , উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক ২৪ জন, সেবা তত্ত্বাবধায়ক ২৬ জন)। যেহেতু ১৬ সালের নিয়োগবিধি সেবা পরিদপ্তর থাকা কালীন তৈরী, বর্তমানে অধিদপ্তর হওয়ায় তা পরিবর্তনে সকলে একমত পোষণ করেন।	-নার্সিং অধিদপ্তরে নুতন নিয়োগবিধি তৈরী করতে হবে এবং তা সময়াবদ্ধ হবে(আগামী মঙ্গলবার)। নার্সিং ও নন নার্সিং এর জন্য ২টি কমিটি গঠন করতে হবে। -নন-কমিটি-প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো: আনোয়ার, মুক্তার হোসেন, মো: গোলাম কিবরিয়া, নাসরিন ফেরদৌস, মো: অ: হান্নান। নার্সিং কমিটি-ফিরোজা বেগম, শক্তি শর্ম্মা, নাসরিন খানম, উম্মে হাবিবা, রাজ্জাক, বিলকিছ আক্তার, শাহানাজ পারভীন, আফরোজা বানু, রাহেলা আক্তার, শিরিন আখতার, ডা: আবদুল লতিফ, মাসুদ পারভেজ, শাহিনুর খানম, মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন। -মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রখার মাধ্যমে গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী ১১০ জনের নবম গ্রেডে পদোন্নতির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।	পরিচালক (প্রশাসন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) উপ-পরিচালক (শিক্ষা))
৬	**নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন।**	নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা প্রনয়নের কাজ চলছে।	শিক্ষকগণের প্রতিদিনের কর্মপরিকল্পনা করে কাজ করাবে ও প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে পত্র জারি করা যেতে পারে।	উপ-পরিচালক (শিক্ষা)
৭	**সাংগঠনিক কাঠামো**	এ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম (সাংগঠনিক কাঠামো) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদসমূহের কার্যপরিধি/পদ	অর্গানোগ্রাম অনুমোদন তরান্বিত করার জন্য মত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা।	আ: লতিফ নার্সিং অফিসার।

		সৃষ্টির যৌক্তিকতার খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৮	**সিলেকশন গ্রেড প্রদান।**	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ২৩৮ জন নার্স ইতোমধ্যে সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৪২৮ জন নার্সকে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখাতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন, শিক্ষ ও প্রশিক্ষণ)।
৯	**নার্সিং সুপারভাইজার পদে পদায়ন।**	নার্সিং সুপারভাইজারের মঞ্জুরীকৃত পদ ১১১১ টি। তন্মধ্যে ৩৮৭ টি পদ শূণ্য আছে।	গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী সিনিয়র স্টাফ নার্স হতে নার্সিং সুপারভাইজার পদে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)।
১০	**বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা।**	প্রতি অর্থ বছরের জুন মাসের মধ্যে বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতের বাধ্যবাধকতা থাকায় এ অধিদপ্তরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত গুরুত্ব সহকারে অলোচিত হয়।	২০২০-২১ অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তুত করার জন্য বাজেট শাখা কাজ করবে।	উপ-পরিচালক (অর্থ ও বাজেট)।
১১	**ইলেকট্রনিক টেন্ডার পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ।**	ইলেকট্রনিক টেন্ডার পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে কেনাকাটায় স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে।	২০২০-২১ অর্থ বছরে ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, পিএমআইএস শাখা।
১২	**ই-ফাইলিং**	চলমান ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে নথি নিস্পত্তির মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।	-৮টা শাখায় ফাইল পুট আপ হয়- ৮ জন এর মাধ্যমে। ইনফো-তে যে থাকবে তার এক্সপার্ট হতে হবে। -ইন্টারনেট স্পীড বাড়ানোর জন্য সব পয়েন্ট অন করে দেয়ার তাগিদ দিতে হবে। মো: খায়রুলকবির-কো-অডিনেটর, ভেন্ডরের সাথে যোগাযোগ করবে। প্যারালাল ২ টা লাইন পাশাপাশি চলবে। প্রত্যেকটি শাখাকে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিস্পত্তি করার নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	উপ-পরিচালক, পিএমআইএস শাখা ও খায়রুল কবির।
১৩	**পিএমআইএস হালনাগাদকরণ।**	পদ সৃষ্টির সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে পিএমআইএস ৯০% হালনাগাদ করা হয়েছে,শতভাগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।	-বিভাগ ভিত্তিক শাখায় যারা কাজ করে তাদেরকে পিএমআইএস এর পাসওয়ার্ড দিতে হবে। প্রতিটা সেকশন নিজ বিভাগ ঠিক করবে। কোন বিভাগের তথ্য গড়মিল হলে কর্তৃপক্ষের নজরে আনবে। সে অনুপাতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। পিএমআইএস শাখা বিভাগ ভিত্তিক পিএমআইএস হালনাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রশাসনিক শাখাকে জানাতে পারে। -নতুন ৫০৫৪ জন নার্সের মধ্যে কত	উপ-পরিচালক (পিএম আই এস)

			জন যোগদান করেনি ৮ বিভাগ এক সপ্তাহর মধ্যে তার তালিকা সংগ্রহ করবে। - নার্স ও মিডওয়াইফের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানায়ে দুর্নীতি মুক্ত অফিস পরিচালনার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে ও সকলের প্রতি দোয়া রেখে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

০১/৯/২০২০

সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর,ঢাকা।

নং-৪৫.০৩.০০০০.০০৫.৭১.০০১.১৯-২০ .৭৮৮/১ (৮) তারিখঃ ০১/০৯/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। উপসচিব (নার্সিং১/২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন, শিক্ষা ,অর্থ ও বাজেট), ডিজিএনএম।
৩। উপ-পরিচাল,সকল, ডিজিএনএম।
৪। সহকারী পরিচালক,সকল, ডিজিএনএম।
৫। নার্সিং অফিসার ,সকল, ডিজিএনএম।
৬। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সকল, ডিজিএনএম।
৭। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিজিএনএম।
৮। ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।

০১/০৯/২০২০

সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।